একাদশ অধ্যায় | ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি (Theory of Separation of Powers)

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি (Theory of Separation of Powers) :

সরকারের ক্ষমতাগুলি তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে গণ-পরিষদ (Public Assembly), ম্যাজিস্ট্রেট্‌স্ (Magistrates) এবং বিচার বিভাগ (Judiciary) এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। পলিবিয়াস (Polybius) এবং সিসারো (Cicero) সরকারের ক্ষমতার "প্রতিষেধক এবং ভারসাম্য"কেই (checks and balances) রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষতার কারণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মার্সিগ্‌লিও (Marsiglio of Padua) সরকারের আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনার কাজের মধ্যে একটি সীমারেখা টানিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জ্যঁা বোডিন (Jean Bodin) রাজার হাতে বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রদান করিবার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী করিয়াছিলেন এবং স্বাধীন ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে বিচার বিভাগের কাজ ন্যস্ত করিবার জন্য সুপরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে পিউরিটান বিপ্লবের সময় আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালন বিভাগের কাজের স্বাতন্ত্র্য বিধানের উপর যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়। জেম্‌স্ হ্যারিংটন (James Harrington) আইন প্রণয়ন এবং পরিচালন বিভাগে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধানের সুপারিশ করেন। জন্ লক্ (John Locke) সরকারের ক্ষমতাগুলি আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগ বলিতে রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের উৎস বুঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মন্টেস্কু (Montesquieu)। বৃটিশ সরকারের গঠন বিবেচনা করিয়া মন্টেস্কু এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সরকারের ক্ষমতাগুলির তিনটি বিভাগ আছে—আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালন এবং বিচার ব্যবস্থা। যদি এই ক্ষমতাগুলি এবং এইগুলির যে কোনও দুইটি শুধুমাত্র একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেইজন্য তিনি

Scanned with CamScanner

সরকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন স্বাধীন বিভাগের হাতে অর্পণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ইংলণ্ডে যদিও মন্টেস্কুর সুপারিশ অনুযায়ী সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই, কিন্তু, তাঁহার তত্ত্বের মূলনীতিগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকান এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় এই তত্ত্বটি রাষ্ট্র-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ সালে ব্ল্যাকস্টোন তাঁহার "Commentaries on the laws of England" বইয়ে বলেন যে একই ব্যক্তি যদি যুগপৎ আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং পরিচালন বিভাগের ক্ষমতা লাভ করেন, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

ম্যাডিসনও (Madison) বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়াই হইল স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধানের পক্ষে যুক্তি

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং সরকারের শাসনপরিচালন বিভাগ যথেচ্ছভাবে শাসনকাজ চালাইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্পূর্ণভাবে করা হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া যায়। কিন্তু, বর্তমানকালের লেখকদের মতে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হইতেছে সচেতন জনমত, সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নহে। বর্তমানকালে সরকারের কর্মপরিধি এত বাড়িয়া গিয়াছে যে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। বিশেষতঃ, আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন পরিচালন-বিভাগকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই। গণতান্ত্রিক সরকারের যে বিভাগ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই বিভাগের হাতে যদি সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তবে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলে যতটা নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা সেক্ষেত্রে অর্জিত ও রক্ষিত হয়।

("In a democratic state, concentration of authority in the organ most directly representing the people may secure greater liberty than divided powers granted to independent and irresponsible organs"—Gettel.)

Scanned with CamScan

গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিয়া সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়, মণ্টেস্কু এই প্রকার অনুমান করিয়াছিলেন।

গ্রেট বৃটেনে এই নীতি কার্যকরী নয়

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই গ্রেট বৃটেনে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি খুবই অল্প অনুসৃত হইয়াছে। মন্ত্রীসভার সকলেই আইনসভার সদস্য এবং আইন প্রণয়নে তাঁহাদের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজা সব কাজ করেন এবং মন্ত্রীসভাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের শাসনপরিচালন বিভাগের সর্বেসর্বা। লর্ডসভা বৃটিশ আইনসভার উচ্চতর কক্ষ; কিন্তু, ইহার কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা আছে। ইহাকেই ইংলণ্ডের বিচার বিভাগের প্রধান কর্তৃপক্ষ বলা হয়। ইংলণ্ডের রাজা একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান এবং শাসন বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, তিনি আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইংলণ্ডের যিনি লর্ড চ্যান্সেলার তিনি একাধারে লর্ডসভার সভাপতি, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং ইংলণ্ডের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কখনই কার্যকরী হয় নাই।

আমেরিকার শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসনবিভাগ এবং বিচার বিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক। রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগ পরিচালনা করেন এবং তাঁহাকে শাসনকাজে সাহায্য করিবার জন্য তিনি কয়েকজন

আমেরিকায় কিছু পরিমাণে কার্যকরী, সম্পূর্ণভাবে নয়

সচিব (secretaries) নিযুক্ত করেন। এই সচিব-মণ্ডলীকে মন্ত্রীসভা বলা হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং সচিবমণ্ডলীর সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব করিয়া সচিবমণ্ডলীকে পদচ্যুত করিতে পারে না। আইনসভা ও বিচারবিভাগও পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "Unaided by the senate, the American President is a sailor on an uncharted ocean." প্রথমতঃ, সরকারের শাসন বিভাগ যে টাকা খরচ করে, তাহা মঞ্জুর করিবার দায়িত্ব হইতেছে আইনসভার। সিনেটের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কোনও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতি যে সকল সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, সেগুলি আইনসভার উচ্চ পরিষদ বা সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। অপরদিকে আইনসভা যে আইন প্রণয়ন

Scanned with CamScan

করে, তাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি থাকা চাই। অবশ্য রাষ্ট্রপতি যদি কোনও বিল আইনে পরিণত হইবার সময় তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, আইনসভা সেক্ষেত্রে বিলটি দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বড়জোর ১৪ দিন পর্যন্ত তাঁহার সম্মতি প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন। ইহার পর এই বিলটি অবশ্যই আইনে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রপতি আবার অনেক সময় আইনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে অথবা বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। ইহাতেও আইনসভার সদস্যগণ শাসনবিভাগ কর্তৃক কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহাদের বিতাড়িত করিতে পারেন না, এবং বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল করিয়া দিবার (অবশ্য যদি ইহা শাসনতন্ত্রের বিরোধী হয়) অধিকার বিচারবিভাগের আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই।

ভারতের শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি বিশেষ অনুসৃত হয় নাই। জরুরীকালে রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারী করিবার ক্ষমতা আছে এবং মন্ত্রীসভার সদস্যগণও আইনসভার সদস্য। সুতরাং আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র আমরা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই। শাসন বিভাগের কাজের জন্য মন্ত্রীসভা আইনসভার নিকট দায়ী, এবং আইনসভা কোনও অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। অপরপক্ষে মন্ত্রীসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময়েই আইনসভা ভাংগিয়া দিতে পারেন। আইনসভা আহ্বান করা এবং আইনসভার অধিবেশন বজায় রাখার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে। ভারতের জেলা শাসনের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, জেলাশাসকের হাতে শাসনবিভাগীয় এবং বিচারবিভাগীয় উভয়প্রকার ক্ষমতাই অর্পিত হইয়াছে। জেলাশাসক একাধারে জেলার শাসনকর্তা এবং অপরদিকে ফৌজদারী মামলার বিচারপতি। ভারতের শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে (Directive Principles of State Policy) বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, এবং প্রাণদণ্ড-মকুব প্রভৃতি কতিপয় বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা তিনি ভোগ করিয়া থাকেন। তবে রাষ্ট্রপতি সাধারণক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে

ভারতের শাসনতন্ত্রে ইহা কার্যকরী নয়

Scanned with CamScan

পদচ্যুত করিতে পারেন না, এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত তাহাদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতার পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আইনসভা অথবা রাষ্ট্রপতির (জরুরী অর্থসংকট অবস্থা ব্যতীত) নাই। অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। কিন্তু, বিচারপতিদের অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ পার্লামেণ্ট সভার প্রতি কক্ষের এক বিশেষ সংখ্যাধিক্যের প্রস্তাবে প্রমাণিত হইতে হইবে।

দেখা যাইতেছে সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান ইংলণ্ড, আমেরিকা অথবা ভারত, কোনও দেশেই সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর হয় নাই।

সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির সমালোচনা (Criticisms of the theory of Separation of Powers):

সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে এবং সরকারের শাসন পরিচালন বিভাগ কখনই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। ("In the actual conduct of public affairs, a certain degree of separation of powers moves towards efficient government.")। আমরা এই উভয় যুক্তিরই সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ জনসাধারণের স্বাধীনতা কখনই সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিয়া অর্জিত অথবা রক্ষিত হয় না। নাগরিক স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য প্রথমতঃ চাই একটি জনমত। তাহা ছাড়া শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সর্বদাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলেই যে সরকারের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যাইবে তাহা নহে। বরং, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র বজায় থাকে এবং যদি এই বিভাগগুলি পারস্পারিক বোঝা-পড়ার মাধ্যমে একটি সুসমঞ্জস নীতি অনুসরণ করে, তবে সরকারের সব বিভাগেরই কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভা এবং শাসন-বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ খুবই বেশী। সেইজন্য বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সরকারের এই দুইটি বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা থাকা উচিত। ইংলণ্ডে

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা

Scanned with CamScanner

সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই, কিন্তু বরাবরই ব্রিটিশ সরকারের স্থায় কর্মকুশল সরকার খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। তাহা ছাড়া, ইংলণ্ডে নাগরিকগণ যে অনুপাতে স্বাধীনতা ভোগ করেন, অন্য কোনও গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকগণ ইহা অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন না। ভারতেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই। কিন্তু ভারতেও এজন্ত নাগরিক স্বাধীনতা মোটেই ক্ষুন্ন হয় নাই এবং সরকারের কর্মকুশলতাও কমিয়া যায় নাই। সুতরাং নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলে নাগরিকদের যতটা স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা অর্জিত ও রক্ষিত হয় যখন সরকারের সমুদয় ক্ষমতা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে এই প্রকার বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট নীতি প্রকাশ করিবার এবং ইহা কার্যকরী করিবার একটি উপায় এবং সেজন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কিছু যোগাযোগ এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখা রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে খুবই প্রয়োজনীয়। ("The government of each state is a unit, engaged in expressing and executing the will of the state, and a certain degree of harmony among the various organs, no matter how extensively differentiated, is essential."—Gettel)। যদি চূড়ান্তভাবে সরকারের সমুদয় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে ইহা ভাল সরকার গঠনের পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়। অপরপক্ষে, একটি বিভাগের ক্ষমতাকে যদি অপর বিভাগের অন্য ক্ষমতার সাহায্যে প্রতিরোধ করিয়া ভারসাম্য বজায় রাখা হয়, তবে তাহাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গোলযোগ এবং সংহতির অভাব ক্রমেই বাড়িয়া যায়। তাহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক কমিয়া যায়। আমেরিকার শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে জেম্‌স্ ম্যাডিসন্ (James Madison) বলিয়াছেন, "The powers properly belonging to one department ought not to be directly and completely administered by either of the other departments and no department ought to possess, directly or indirectly, an overruling influence over the others in the administration of their respective powers." এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতিটি খুবই নমনীয় (flexible) এবং ইহার বাস্তব উপযোগিতাও অনেক কম।

সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা শুধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে, বাস্তবে ইহা কার্যকরী করার মধ্যে অনেক অসুবিধাও আছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজ বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য একই থাকে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করিয়া থাকে এবং অনেক সময় কোন বিভাগকে অপর কোন বিভাগের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই বিভাগগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপর নহে। সরকারের যে শুধু তিনটিই বিভাগ, এই যুক্তিতে সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণ একমত নহেন। অনেকের মতে সরকারের পাঁচটি বিভাগ; যথা, নির্বাচকমণ্ডলী, আইনসভা, শাসন পরিচালন বিভাগের প্রধানগণ অথবা মন্ত্রীসভা, সরকারের বাঁধাধরা কাজ করিবার জন্য শাসনবিভাগের কর্মচারী অথবা কর্মপরিষদ (administrative officials or bodies) এবং বিচার বিভাগ; এককভাবে এই পাঁচটি বিভাগের ক্রিয়াকলাপ কখনই সম্পাদিত হয় না। প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সরকারের কর্মকুশলতার দিক হইতে চিন্তা করিলে এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা একান্ত আবশ্যক।

ইহা কার্যকরী করার অসুবিধা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু পরিমাণে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হইলেও সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপর হয় নাই। ইংলণ্ডে এবং ভারতেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতাগুলির স্বাতন্ত্র্যবিধান করা যে শুধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে,—ইহা অসম্ভবও বটে। সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে আইনসভাই হউক অথবা শাসনবিভাগই হউক, যে কোন একটি বিভাগকে অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দিতেই হইবে।

বর্তমানকালে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা বুঝায় না। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে বর্তমানে দুইটি জিনিস বুঝায়। প্রথমতঃ, আইনসভা, শাসন বিভাগ অথবা বিচার বিভাগ ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষমতা আংশিকভাবে স্বতন্ত্র করা। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপগুলির স্বাতন্ত্র্যবিধান করা। মন্টেস্কু (Montesquieu) যে অর্থে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন, সেই নীতি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ন্যায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলে বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ শাসন বিভাগ এবং আইন সভার ক্রিয়াকলাপ হইতে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে বিচার বিভাগ ইহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে।

Scanned with CamScan

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের ক্ষমতাগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন কালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মন্টেস্কু (Montesquieu)। ম্যাডিসনও বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন, এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়াই হইল স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া যায়। গ্রেট বৃটেনে এই নীতি কার্যকরী হয় নাই। আমেরিকায় কিছু পরিমাণে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কার্যকরী হইয়াছে; সম্পূর্ণ পরিমাণে হয় নাই। ভারতের শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কার্যকরী হয় নাই। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে ইহাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকে না। অথচ, শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে হইলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহা ছাড়া, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান না হইলে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকিবে না, তাহা নহে। বৃটেনের শাসন-তন্ত্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান হয় নাই, অথচ বৃটেনের নাগরিকগণ পৃথিবীর যে কোন দেশের নাগরিকগণ অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন। তবে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। শাসন পরিচালন বিভাগ এবং আইন প্রণয়ন বিভাগের উপর বিচার বিভাগকে কখনই নির্ভরশীল করিয়া রাখা উচিত নয়।

Scanned with CamScanner